REDD+ বিষয়ক সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং উত্তর

Frequently Asked Questions (FAQs) on REDD+

UN-REDD PROGRAMME

Food and Agriculture Organization of the United Nations

UNDP

UNEP

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

UN-REDD
বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি

REDD কী?

বন উজাড় ও বন অবক্ষয়ের কারণে সৃষ্ট কার্বন নিঃসরণ হ্রাস (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) এর ইংরেজি আদ্যক্ষরগুলো মিলিয়ে সংক্ষেপে REDD বলা হয়। REDD হলো এমন একটি কার্যক্রম যার উদ্দেশ্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর বন উজাড় ও বন অবক্ষয় রোধের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা। মূলত REDD একটি কার্যপদ্ধতি যার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বনজ সম্পদ রক্ষা, বন সম্পদের অধিকতর দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং বিচক্ষণ ব্যবহারের জন্য প্রণোদনা প্রাপ্তির ক্ষেত্র তৈরী করে ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বৈশ্বিক লড়াইয়ে সাহায্য করে।

REDD+ কী?

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনের জন্য বায়ুমন্ডল হতে কার্বন অপসারণের ক্ষেত্রে: ১) মজুদকৃত কার্বন সংরক্ষণ, ২) টেকসই ব্যবস্থাপনা ও ৩) বনের কার্বন মজুদ বৃদ্ধি, এই তিনটি কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি কার্যক্রমকে "+" চিহ্ন দিয়ে REDD এর সাথে যুক্ত করে একসাথে REDD+ বলা হয়।

অর্থাৎ REDD+ নিম্ন লিখিত পাঁচটি কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়:

১. বন উজাড় রোধ করে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা;
২. বনের অবক্ষয় রোধ করে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা;

} REDD

৩. বনের মজুদ কার্বন সংরক্ষণ;
৪. টেকসই বন ব্যবস্থাপনা; এবং
৫. বনের কার্বন মজুদ বাড়ানো।

} "+"

UNFCCC বলতে কী বোঝায়?

UNFCCC-র সম্পূর্ণ অর্থ হলো "United Nations Framework Convention on Climate Change" বা জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সমঝোতা কাঠামো। এটি হলো একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যা ১৯৯২ সালে স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্বের প্রায় সব দেশই এর সদস্য। UNFCCC সম্মেলনের মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহের মাঝে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহের সাথে অভিযোজন বাড়ানোয় বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের সক্ষমতা বাড়াতে মধ্যস্থতা করে। UNFCCC উন্নয়নশীল দেশসমূহকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

REDD+ এর ধাপগুলো কী কী?

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সমঝোতা কাঠামো (UNFCCC), REDD+ কার্যক্রমের তিনটি ধাপ বা পর্যায় নির্ধারণ করেছে। এগুলোর মধ্যে প্রথম পর্যায় হলো প্রস্তুতিমূলক। এ পর্যায়ে দেশগুলো সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সমন্বয়ে জাতীয় কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে- জাতীয় REDD+ কৌশল প্রণয়ন, কার্বন নিঃসরণ বা নিঃসরণ ও অপসারণের মাত্রা নির্ধারণ, জাতীয় বন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং সামাজিক ও পরিবেশগত সু-রক্ষার বিষয়ে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা। এর পর দ্বিতীয় বা অগ্রণী পর্যায় এসে প্রথম পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন এবং এর গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়। এ বাস্তবায়নকালে গৃহীত কর্মকৌশল বা কর্ম পরিকল্পনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন করা হয় বাস্তবতার আলোকে। সর্বশেষ বা তৃতীয় পর্যায় হলো জাতীয় পর্যায়ে ফলাফল ভিত্তিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের কার্যক্রম বাস্তবায়ন। এই পর্যায়ে এসে ফলাফল নির্ভর কাজগুলো জাতীয় পর্যায়ে পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং এর ফলাফল সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ন করা হয়। মূলত UNFCCC এর তত্ত্বাবধানে এ পর্যায়ে এসে প্রতিবেদন দেয়া হয়, ফলাফল যাচাই করা হয় এবং যাচাইকৃত ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্র তৈরী হয়।

কিভাবে REDD+ বাস্তবায়িত হবে?

UNFCCC -এর সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় সরকার সমূহ REDD+ কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব পালন করবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে একমাত্র জাতীয় প্রচেষ্টার ফলেই বৈশ্বিক সুফল লাভ সম্ভব। সকল স্টেকহোল্ডার যাদের কার্যক্রমের প্রভাব বনের উপরে রয়েছে, তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই REDD+ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব। দেশসমূহকে নিঃসরণ মাত্রা কমানোর উপায়ের বর্ণনাসহ জাতীয় REDD+ কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। কার মাধ্যমে বিভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়িত হবে এবং নিঃসরণ হ্রাসের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন সেটাও এই কৌশলে চিহ্নিত থাকা প্রয়োজন।

কিভাবে REDD+ এর অর্থায়ন হয়?

বিভিন্ন ধরনের উৎস থেকে REDD+ কার্যক্রমের তিনটি (১. REDD+ readiness বা প্রস্তুতি ২. প্রাথমিক বাস্তবায়ন ও ৩. REDD+ এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন) পর্যায়ে অর্থায়ন করা হয়। REDD+ readiness বা প্রস্তুতির জন্য বেশীরভাগ অর্থায়ন হয় দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন/সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে পাশাপাশি জাতিসংঘ, বিশ্ব ব্যাংক ও আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংকের মত বহুপাক্ষিক সংস্থার মাধ্যমেও অর্থায়ন হয়ে থাকে। REDD+ এর পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন মূলত উন্নত দেশগুলো থেকে আসবে। প্রত্যাশা করা হয় উন্নতদেশগুলো UNFCCC তে করা প্রতিশ্রুত কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের কার্যক্রমে সহযোগিতা করবে। এছাড়া সম্প্রতি UNFCCC কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সবুজ জলবায়ু তহবিলও (Green Climate Fund) REDD+ বাস্তবায়নে নতুন অর্থায়নের উৎস হতে পারে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বাজার ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বেসরকারিখাতে অর্থ সংস্থানও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে।

REDD+ readiness বলতে কী বোঝায়?

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সমঝোতা কাঠামো (UNFCCC) এর প্রেক্ষাপটে REDD+ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও কৌশলগত ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য দেশসমূহ যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করে সেটাই REDD+ readiness বা প্রস্তুতি। UN-REDD কর্মসূচিসহ দ্বীপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উদ্যোগের মাধ্যমে দেশসমূহকে REDD+ readiness বা প্রস্তুতিতে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। REDD+ readiness বা প্রস্তুতির মধ্যে চারটি বিষয় অন্তর্ভূক্ত। এগুলো হলোঃ ১. জাতীয় REDD+ কৌশল প্রণয়ন, ২. কার্বন নিঃসরণ বা কার্বন নিঃসরণ ও অপসারণের মাত্রা নির্ধারণ ৩. জাতীয় বন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং ৪. সামাজিক ও পরিবেশগত সু-রক্ষার বিষয়ে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা।

FREL/FRL বলতে কী বোঝায়?

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সমঝোতা কাঠামো (UNFCCC) প্রণীত সংজ্ঞা অনুযায়ী Forest Reference Emission Level (FREL)/Forest Reference Level (FRL) হচ্ছে REDD+ কার্যক্রমের অধীনে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বন উজাড় ও বন অবক্ষয়ের রোধের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানোর কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের পরিমাপ (benchmark)। FREL/FRL হচ্ছে ৫টি REDD+ কার্যক্রম মূল্যায়নের ভিত্তি। FREL/FRL-এর মাধ্যমে জাতীয় REDD+ কার্যক্রমের সাফল্য বা ব্যর্থতা পরিমাপ করা হয়। UNFCCC, FREL এবং FRL-এর মাঝে নির্দিষ্ট কোন পার্থক্য করেনি। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায়, FREL-এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের (reducing emissions) কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত, যেমন বন উজাড় ও বন অবক্ষয় রোধের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানো। অন্যদিকে, FRL-এর ক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণ কমানোর এবং কার্বন অপসারণ (carbon removals from atmosphere) বৃদ্ধির কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ "+" চিহ্ন যুক্ত তিনটি কার্যক্রম। এক কথায় Forest Reference Emission Level হলো কার্বন নিঃসরণের মাত্রা এবং Forest Reference Level হলো কার্বন নিঃসরণ ও অপসারণের মাত্রা। সাধারণত এই কার্বন নিঃসরণ এবং কার্বন অপসারণ মাত্রা নির্ধারণ করা হয় নিকট অতীতের ১০ বছরের তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে।

REDD+ বাস্তবায়নে সুরক্ষা ব্যবস্থায় কোন কোন বিষয় নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন?

UNFCCC ২০১০ সালে কানকুন সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যে সমস্ত দেশগুলো REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে তাদেরকে কতগুলো সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা ব্যবস্থার বিষয়গুলো বাস্তবায়নে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করতে হবে। এই সুরক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে REDD+ কার্যক্রমে সামাজিক, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। REDD+ সংক্রান্ত কানকুন সুরক্ষাব্যবস্থা (Cancun Safeguards) গুলো হলোঃ

(১) REDD+ সংক্রান্ত কার্যক্রম জাতীয় কৌশল, প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে;

(২) সংশ্লিষ্ট আইন এবং সার্বভৌমত্ব বিবেচনায় এনে দেশীয় বন ব্যবস্থাপনার অধীনে REDD+ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ হতে হবে স্বচ্ছ ও কার্যকর;

(৩) REDD+ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা, জাতীয় পরিস্থিতি ও আইনসমূহ বিবেচনায় আনবে এবং স্থানীয় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে;

(৪) REDD+ কার্যক্রম প্রাসঙ্গিক অংশীজনদের বিশেষভাবে নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে;

(৫) REDD+ কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত কার্যাবলী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং কানকুন চুক্তির ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত REDD+ সংক্রান্ত কার্যাবলী, প্রাকৃতিক বনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না বরং প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ, প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করবে;

(৬) REDD+ সংক্রান্ত কার্যক্রম বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষম হতে হবে;

(৭) REDD+ কার্যক্রম নিঃসরণের স্থানচ্যুতি কমাতে প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কানকুন সুরক্ষাসমূহ সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে একটি পদ্ধতি উদ্ভাবনসহ কিভাবে কানকুন সুরক্ষা নীতিমালাসমূহ REDD+ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিফলিত করা হচ্ছে এবং করা হয়েছে সেসম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে।

REDD+ কার্যপদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলো এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠী বনধ্বংস কমিয়ে এবং বনের সুরক্ষা নিশ্চিত করে আর কী কী সুবিধা পেতে পারে?

বন, কার্বন মজুদ করার পাশাপাশি আমাদের অনেক ধরনের প্রতিবেশগত সেবা প্রদান করে থাকে। এই সেবার ধরন স্থানভেদে বিভিন্ন হয়। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, মাটি সংরক্ষণ, অকাষ্ঠল বনজ দ্রব্য যেমন খাদ্য ও তন্তু উৎপাদন, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা। যেহেতু বেশীরভাগ গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনাঞ্চল বিস্তৃত পরিসরে এই প্রয়োজনীয় সেবাগুলো দিয়ে থাকে, REDD+ নানা উপায়ে বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রতিবেশগত এবং সামাজিক সুবিধা প্রদান করতে পারে। UN-REDD কর্মসূচিটি REDD+ এর সাথে সম্পৃক্ত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের পূর্বে তাদের সম্ভাব্য বিভিন্ন সুফল এবং ঝুঁকি পরীক্ষা এবং জানার ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে।

REDD+ এ ফলাফল যাচাইকরণ প্রক্রিয়া কী?

UNFCCC-তে দেশসমূহ কার্বন নিঃসরণ বা নিঃসরণ ও অপসারণ মাত্রার প্রতিবেদন প্রদানের পরে UNFCCC কর্তৃক নিয়োগকৃত স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে এই প্রতিবেদনের একটি কারিগরি মূল্যায়ন করবে। কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন হলে এবং দেশসমূহ এতে সম্মতি প্রদান করলে UNFCCC এর ওয়েবসাইটে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। কোনো দেশ ফলাফল ভিত্তিক অর্থায়নের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে, UNFCCC-তে জাতীয় বন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার পদ্ধতি, গ্রীনহাউজ গ্যাস জরিপের ফলাফলসহ অন্যান্য সকল প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন প্রদান করবেন। UNFCCC সচিবালয় তখন ফলাফলের কারিগরি বিশ্লেষণের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবেন। সব তথ্যই UNFCCC ওয়েবসাইটে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

MRV কী এবং দেশগুলো কিভাবে প্রর্দশন করতে পারে যে তারা কার্বন নিঃসরণ কমাতে পেরেছে?

REDD+ এ MRV বলতে নির্দেশ করে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণের মাধ্যমে বন কার্বন নিঃসরণ ও অপসারণের মাত্রার পরিমাপ (Measuring), প্রতিবেদন (Reporting) ও যাচাইকরণ (Verification) । গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাপ তিনটি প্রধান উপাদানের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয় এগুলো হলো: ১. উপগ্রহভিত্তিক ভূমি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা (SLMS); ২. জাতীয় বন জরিপ (NFI) এবং ৩. জাতীয় গ্রীনহাউজ গ্যাস (GHG) জরিপ। এই পদ্ধতিগুলোর উন্নয়ন ও বাস্তাবায়নে এবং ফলাফল সমূহকে স্বচ্ছতার সাথে জানানোর জন্য দেশসমূহকে উৎসাহিত করা হয়।

REDD+ কী উন্নত দেশগুলোকে তাদের নিজেদের নিঃসরণ না কমানোর জন্য শুধুমাত্র অজুহাত দেয় না?

REDD+ জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের একটি অংশ কিন্তু একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে পর্যাপ্তভাবে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন করা সম্ভব নয়। যদি জলবায়ু পরিবর্তনে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করতে হয় তাহলে অবশ্যই উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশ গুলোকেই তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কার্বন নিঃসরণ কমানোর মাধ্যমে REDD+ এর বাস্তবায়ন করতে হবে।

UN-REDD কর্মসূচি কী?

UN-REDD কর্মসূচি হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশসমূহে বন উজাড় এবং বনের অবক্ষয় হতে কার্বন নিঃসরণ কমানোর উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের একটি সহযোগিতামূলক কর্মসূচি। এই কর্মসূচিটি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জাতীয় REDD+ কৌশল প্রস্তুত এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) এবং জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) সমন্বিতভাবে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এই কর্মসূচিটি বর্তমানে এশিয়া-প্যাসিফিক, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার ৬৪টি সহযোগী দেশে REDD+ প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

কিভাবে UN-REDD কর্মসূচি পরিচালিত হয়?

UN-REDD কর্মসূচির একটি নীতি-পরিষদ আছে যা কৌশলগত দিকনির্দেশনা এবং বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই নীতি পরিষদটি সহযোগী দেশ, সুশীল সমাজ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, Multi Donor Trust Fund এর দাতা গোষ্ঠী এবং জাতিসংঘের তিনটি সংস্থা (FAO, UNDP এবং UNEP) এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত।

কিভাবে UN-REDD কর্মসূচির অর্থায়ন হয়?

UN-REDD কর্মসূচি ২০২০ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দাতাদেশ ও সংস্থাসমূহের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছে ২৯০.৯০ মিলিয়র ইউএস ডলার যার বিপরীতে এখন পর্যন্ত অর্থ ছাড় হয়েছে ২৮৫.০৫ মিলিয়র ইউএস ডলার। নরওয়ে UN-REDD কর্মসূচির জন্য প্রথম এবং সর্বোচ্চ দাতা দেশ হিসেবে এর সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কর্মসূচি চালু হবার পর থেকে নরওয়ে ২৪৩.৩৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রদান করেছে। দ্বিতীয় দাতা দেশ হিসেবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ এ পর্যন্ত ২০.৩৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার দিয়েছে। পরবর্তি বৃহৎ দেশ হলো ডেনমার্ক যা ইতিমধ্যেই ৯.৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রদান করেছে। এর পরে স্পেন ৫.৪৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার, জাপান ৩.০৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার, লুক্সেমবার্গ ২.৬৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং সুইজারল্যান্ড ০.০২ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রদান করেছে UN-REDD কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য।

UN-REDD কর্মসূচিটি কিভাবে REDD+এর অন্যান্য উদ্যোগের সাথে কাজ করে থাকে?

UN-REDD কর্মসূচির মূল কৌশলগত সহযোগী হল বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত Forest Carbon Partnership Facialites-(FCPF) এবং Forest Investment Programme (FIP)। UNFCCC এর সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন, প্রাথমিক সদস্য দেশগুলো থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং তথ্য সরবরাহ, প্রযুক্তিগত গবেষণাপত্র তৈরি এবং সক্ষমতার উন্নয়ন প্রকল্পে যৌথভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে UN-REDD কর্মসূচিটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে UNFCCC সচিবালয়ের সাথে ঘনিষ্ট সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। UN-REDD কর্মসূচিটি Global Environment Facialities (GEF) এর সাথেও কাজ করছে।

UN-REDD কর্মসূচিটির কী কোন প্রকাশনা নীতি আছে?

এই কর্মসূচিটি বর্তমানে একটি আনুষ্ঠানিক তথ্য উন্মোচন নীতি তৈরি করেছে যা ২০১১ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে।

কিভাবে UN-REDD কর্মসূচি REDD+ হতে উন্নয়নশীল দেশে বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী এবং বনরক্ষকদের সুফল নিশ্চিত করবে?

যেকোন অনুমোদিত REDD+ কৌশলের রূপরেখায় কিছু নির্দেশাবলী এবং সুরক্ষার বিষয় সংযুক্ত থাকে যা, REDD+ এর চূড়ান্ত সুফলগুলোকে বন এবং এর জীববৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছে দেয়। UN-REDD কর্মসূচিটির পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সবগুলো ধাপে অংশীদার এবং বন রক্ষকদের সম্পৃক্ত করার জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে, যাতে বন রক্ষার জন্য উপকারগুলো তারাই পায়। UN-REDD কর্মসূচিটি খুবই সাধারণ দুটি নীতির দ্বারা পরিচালিত। এগুলো হচ্ছে REDD+ কৌশলগুলো কোন ক্ষতি করবে না এবং এরা জীবিকার উন্নয়নে সহযোগিতা করবে।

বন কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত?

মানুষের কর্মকান্ডের ফলশ্রুতিতে বায়ুমন্ডলে বিপুল পরিমাণে গ্রীনহাউজ গ্যাসের উপস্থিতি বেড়ে যাওয়ার ফলাফলই হলো জলবায়ু পরিবর্তন। এসব গ্রীনহাউজ গ্যাস সূর্য থেকে তাপ আহরণ করে এবং সেই তাপই পরবর্তীতে বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায়। বায়ুমন্ডলে অন্যতম প্রধান গ্রীনহাউজ গ্যাস হলো কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)। যেহেতু বৃক্ষ এবং গাছ-পালার বেশিরভাগ অংশই কার্বন দিয়ে তৈরী, তাই যখন বন ধ্বংস হয় তখন সেই কার্বন, কার্বন-ডাই-অক্সাইডরূপে প্রকৃতিতে নিঃসরিত হয়। অন্যদিকে সবুজ এবং বাড়ন্ত বন বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড অপসারণ করে। ফলশ্রুতিতে প্রকৃতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা ও প্রভাব হ্রাস পায়। সংরক্ষিত এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন বন প্রকৃতিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণের পরিমাণ হ্রাস করার পাশাপাশি বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড অপসারণ করতেও সাহায্য করে।

বন উজাড় এবং বন অবক্ষয় হতে কী পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হয়?

জাতিসংঘের ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC, ২০০৭ চতুর্থ মূল্যায়ন প্রতিবেদন) মূল্যায়ন করেছে যে, গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ প্রায় ১৭ শতাংশ আসে বন উজাড় এবং বনের অবক্ষয় হতে। এই পরিমাপ বিশ্বের যোগাযোগ খাতের নিঃসরণের চেয়ে বেশী এবং জ্বালানী (২৬%) এবং শিল্পখাতের (১৯%) পর তৃতীয় অবস্থানে আছে।

বন উজাড় ও অবক্ষয়ের চালিকাগুলো কী কী?

বন উজাড় ও বন অবক্ষয়ের চালিকা বলতে সেই সব প্রক্রিয়া ও কার্যসমূহকে বোঝায় যা বন উজাড় ও বন অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। বন উজাড় ও বন অবক্ষয়ের চালিকাগুলোকে আবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চালিকা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। প্রত্যক্ষ চালিকার মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, কাঠ পাচার, অবৈধভাবে বনভূমি দখলের মত বিষয় রয়েছে। আবার বন উজাড় বা অবক্ষয়ের পরোক্ষ চালিকার মধ্যে রয়েছে অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্রতা, অসচেতনতা, অধিক বন নির্ভরতা ইত্যাদি।

বনধ্বংসের মূল চালিকাশক্তিগুলোকে শনাক্ত করা এবং এদেরকে মোকাবেলা করার কৌশল কী?

বন উজাড় ও অবক্ষয়ের চালিকাশক্তি শনাক্তকরণের জন্য যেসব গবেষণা করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে আর্থ-সামাজিক কারণগুলোই মুখ্য। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে - জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জ্বালানী কাঠের ব্যবহার, যেসব নীতি এবং শাসন পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে তার ধরণ, স্বল্প ও বৃহৎ পরিসরে কৃষি সম্প্রসারণের চাপ, দুর্নীতি, সরকার প্রদত্ত সুবিধা, বসতি নির্মাণ এবং অকাঠামো উন্নয়নের মাত্রা। বন উজাড় ও অবক্ষয়ের চালিকাশক্তি গুলোকে মোকাবিলার জন্য সরকার নির্বাচিত কিছু কার্যক্রম হাতে নিতে পারে। যেমন: বিকল্প জ্বালানীর ব্যবস্থা, উন্নত চুলার প্রশার ঘটানো, বন নির্ভর দরিদ্র গোষ্ঠীর বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা, টেকসই বন-ব্যবস্থাপনা ও বন রক্ষায় স্থানীয় জনগণের কার্যকরি অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

বনের মজুদকৃত কার্বনের মূল্য কী আসলেই বন ধ্বংসের ধারাকে পরিবর্তন করতে পারে?

বনের মজুদকৃত কার্বনের মূল্য বনজ সম্পদ ব্যবহারকারীদের এই সম্পদের ব্যবহারে ধরণ পরিবর্তন করতে উৎসাহ যোগায় যদি এর সুফল তাদের কাছে যথাসময়ে, যথাযথ এবং কার্যকরভাবে পৌঁছায়। এ প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। REDD+ কার্যপদ্ধতির আওতায় যে সুফল আসে তা ভূমির অপব্যবহার পরিবর্তনের সহায়ক হিসেবে এবং বনজ সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব আরও ভালোভাবে পালন করতে কাজে লাগতে পারে। তবে এটা কেবলমাত্র তখনই অর্জন করা সম্ভব যদি বন উজাড় এবং বন অবক্ষয়ের চালিকা শক্তিগুলোকে বিবেচনা করা হয় এবং বনজ সম্পদের ব্যবহারের পরিবর্তন করতে বর্তমান ব্যবহারকারীদের REDD+ কার্যক্রমে যথেষ্ট আস্থা থাকে। এটি সহজ হবে না কারণ বর্তমান বনজ সম্পদের তীব্র নিঃসরণকারী ব্যবহার গুলো প্রায়ই বৈদেশিক মুদ্রা, জ্বালানী, খাদ্য নিরাপত্তা, নতুন বসতি অথবা কর্মসংস্থানের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

REDD+ এর নীতি এবং মানদন্ডের সফলতার কেন্দ্র হবে বনজ সম্পদের দক্ষ এবং কার্যকর পরিচালনা এবং সুফলের বন্টন। যদি বনের বন্টন অথবা কার্বন অধিকার অস্বচ্ছ এবং অনিশ্চিত হয়, সুফলের বন্টন অনির্দিষ্ট, অসময়োচিত অথবা আরও কিছুর দ্বারা অধিকৃত হয় কিংবা অবৈধ ব্যক্তিদের এই ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয় অথবা যদি দুর্নীতি বেশী প্রত্যক্ষ হয় তবে অংশীদারেরা তাদের বনজ সম্পদের বর্তমান ব্যবহার থেকে অর্জিত আয়কে বর্জন করার ঝুঁকি নেবেনা। যখন বনের উপর নির্ভরশীল সম্প্রদায়ের অধিকার লঙ্ঘন হয় অথবা সম্প্রদায়গুলো কোনঠাসা হয়ে পড়ে তখন বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ, নিরাপদ বাণিজ্যের পরিবেশ এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোর প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হয়।

কেন বনবিদ্যা, বনধ্বংস এবং কার্বন নিয়ে বর্তমানে এত আগ্রহ? এটি কী অর্থ উপার্জন বনাম পৃথিবীকে রক্ষা করার বিষয়?

REDD+ কে বায়ুমন্ডলের গ্রীনহাউজ গ্যাস (GHG) নিঃসরণের মাত্রাকে স্থির রাখতে সাশ্রয়ী পদ্ধতি গুলোর একটি হিসেবে দেখা হয় যাতে দুই ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার বৃদ্ধি এড়ানো যায়। কিন্তু বন, নৃতাত্ত্বিক এবং বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে জীবিকা নির্বাহে সহায়তার পাশাপাশি কার্বন সংরক্ষণ করছে এবং প্রতিবেশ গত সেবা প্রদান করছে যেমন: জীববৈচিত্র্যের বাসস্থান ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের যোগান দান। অধিকন্তু এটি হচ্ছে ব্যক্তিখাতকে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বাজারের সুযোগ, কৌশল এবং প্রণোদনার মাধ্যমে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে একটি প্রচেষ্টা যা প্রাকৃতিক সম্পদের শুধুমাত্র নির্বিচারে আহরণের চেয়ে এর সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব আরোপ করে। সুতরাং এটি আর্থিক লাভের পাশাপাশি পৃথিবী সংরক্ষণেরও সুযোগ সৃষ্টি করে। যদি REDD কর্মসূচি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় তবে এটি শুধুমাত্র কার্বন বাণিজ্যের মাধ্যমে আর্থিক লাভের সুযোগ তৈরী করে না অধিকন্তু উন্নয়নশীল দেশ এবং জনগোষ্ঠীকে বন নির্ভর কার্বন মজুদের সেবার মাধ্যমেও লাভবান হবার ক্ষেত্র তৈরী করে।

উন্নয়নশীল দেশে বনের ভূমিকা কী?

বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশী ব্যবহারযোগ্য স্বাদু পানি বন-অববাহিকা থেকে পাওয়া যায়। বনের পরিস্থিতি এবং আচ্ছাদন হ্রাসের সাথে সাথে পানির গুনাগুণ হ্রাস পায় এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহ যেমন বন্যা, ভূমিধ্বংস এবং মাটিক্ষয়ের মত দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে (MEA, ২০০৫)। বন থেকে বছরে ৩.৩ বিলিয়ন ঘন মিটারের বেশী কাঠ (এর মধ্যে ১.৮ বিলিয়ন ঘনমিটার জ্বালানী কাঠ ও কাঠ কয়লা) এবং বিভিন্ন ধরণের অকাষ্ঠল বনজ সামগ্রী পাওয়া যায় যা লক্ষ লক্ষ লোকের অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অবিক্রয়যোগ্য বনজ সেবা সমূহের (সামাজিক এবং প্রতিবেশগত) সামগ্রিক অর্থনৈতিক মূল্য কাঠের নথিভূক্ত বাজার মূল্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু বন ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে খুব কমই এই মূল্যগুলোকে আমলে নেয়া হয় (MEA, ২০০৫)। ৩০০ মিলিয়নেরও বেশী লোক যাদের অধিকাংশই দরিদ্র, তাদের জীবিকা এবং বেঁচে থাকার জন্য বহুলাংশে বনের প্রতিবেশের উপর নির্ভরশীল। ৬০ মিলিয়ন নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠী যারা বনে বাস করে তারা বিশেষভাবে বনজ সম্পদ এবং এর প্রতিবেশের উপর নির্ভরশীল (MEA, ২০০৫)।

কিভাবে দেশগুলো বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তিতে বনে সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ মূল্যায়ন এবং প্রমাণ করবে?

ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNFCCC) এর দেশগুলোর সম্মেলনে যে পরিমাপ, প্রতিবেদন তৈরী এবং ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থায়নের ধারণা গৃহীত হয় তার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশগুলো তাদের বনের সঞ্চিত কার্বনের পরিমাণ এবং REDD হতে প্রাপ্ত অন্যান্য সুবিধাগুলোকে মূল্যায়ন করতে পারে। UN-REDD কর্মসূচি কার্বন নিঃসরণের পরিমাপ, প্রতিবেদন তৈরী এবং যাচাই করণ (Measuring, Reportining, Verification- MRV) এর জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং সমন্বিত ব্যবস্থা তৈরীতে দেশগুলোকে সহায়তা করছে। গ্রীনহাউজ গ্যাসের তালিকা প্রস্তুত করতে এবং নিঃসরণের মাত্রা নিরুপনের জন্য এই ব্যবস্থাগুলো এমনভাবে তৈরী করা হয় যাতে মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্যের সাথে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং সহজলভ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। এই কর্মসূচিটি কার্যকর জাতীয় MRV ব্যবস্থার জন্য সহযোগী দেশগুলোর প্রযুক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরঞ্জাম এবং পরামর্শ প্রদান করতে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ও সংস্থা যেমন- নাসা, ব্রাজিলের জাতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (INPE) এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ (USGS) প্রভৃতি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে যাচ্ছে।

মতামত ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি

রুম: ৫১৯, বন ভবন, প্লট: ই-৮, বি-২, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা, বাংলাদেশ

ইমেইল: pd-unredd@bforest.gov.bd

www.bforest.gov.bd

UN-REDD PROGRAMME

Food and Agriculture Organization of the United Nations

UNDP

UNEP

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার